গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ
www.hsd.gov.bd

বিষয়ঃ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে গঠিত কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ এর ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী (সভায় অংশগ্রহনকারী কর্মকর্তাদের তালিকা: সংযুক্ত)।

সভাপতি: মো: [illegible] কামাল, অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
সভার স্থান: সভাকক্ষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ও সময়: ২৬/১১/২০২০, বেলা ৩:০০ ঘটিকা।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। কমিটির বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য ২য় ওয়েভ মোকাবেলার নিমিত্ত করণীয় নির্ধারণ এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে অদ্যকার সভা আহ্বান করা হয়েছে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।

বিগত সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়ন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ডাক্তার-নার্সসহ অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জন্য শোক বার্তা প্রেরণ ও তাদের জন্য বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও, এ বিভাগ থেকে বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিভিন্ন মনিটরিং টিমকে সমন্বিত করে নতুনভাবে গ্রুপ আকারে গঠিত মনিটরিং টিম এর চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় বিস্তারিত আলোচানান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
১।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা সমূহ বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। পূর্ববতী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্ণিত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা সমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য Focal point হিসাবে যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)-কে দায়িত্ব প্রদান পূর্ববর্তী সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পত্র দিতে হবে।	ক) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনায় দেখা যায় মোটামোটি সবগুলো বিষয়ই বাস্তবায়িত এবং চলমান। তবে ৮ নং নির্দেশনা**(অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা** এবং **চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রাখতে হবে)** এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে এক মত পোষণ করা হয় এবং উহা বাস্তবায়নে হাসপাতাল উইং এর চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।	খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৮নং নির্দেশনার বিষয়টি(অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখতে হবে) নিয়ে হাসপাতাল উইং কার্যক্রম পরবর্তী সভায় পেশকরার সিদ্ধান্ত হয়।	খ) যুগ্ম-সচিব (সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
	এছাড়াও, বর্ণিত ৩১ দফা দিক-নির্দেশনার মধ্যে কোন কোনটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি কি অবস্থায় আছে তা জনস্বাস্থ্য উইং থেকে খোঁজ নিয়ে কমিটিকে অবহিত করতে হবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্যান্য নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়।	গ) যুগ্ম-সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
২।	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হতে কোভিড-১৯ এবং ননকোভিড রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল	ক) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হতে কোভিড-১৯ এবং ননকোভিড	অতিরিক্ত সচিব (আইন) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
	দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করার উদ্যোগ নিতে হবে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়। একই হাসপাতালে কোভিড এবং নন-কোভিড রোগীদের চিকিৎসা [illegible] করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে [illegible] মর্মেও একমত পোষণ করা হয়। এ বিষয়ে যেসকল কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার একটি প্রতিবেদন আইন অনুবিভাগ থেকে প্রস্তুত করে মহামান্য হাইকোর্টে [illegible] করা যেতে পারে মর্মে ৫ম সভায় [illegible] করা [illegible] আইন অনুবিভাগ থেকে গত ১৪/০৬/২০২০ তারিখে একটি [illegible] বেদন এটর্নি জেনারেল বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু ২৯/০৬/২০২০ এর পর কোন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়নি। আইন অনুবিভাগ থেকে এতদসংক্রান্ত আপডেট [illegible] একটি প্রতিবেদন এটর্নি জেনারেল বরাবরে প্রেরণ করতে [illegible] মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	রোগীদের বিষয়ে যে সকল দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে প্রদান করা হবে তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (আইন) প্রয়োজনীয় [illegible] গ্রহণ করবেন এবং [illegible] লোআপ করবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়। [illegible] গৃহীত কার্যক্রম [illegible] একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে [illegible] এটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়ে [illegible] খিল করবেন।	
৩।	কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়ন, শোকবার্তা প্রদান এবং তাদের বিশেষ ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধাণগণ তাঁদের সংস্থার কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের তালিকা (সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে) প্রস্তুত করে প্রশাসন অধিশাখায় প্রেরণ করবেন মর্মে [illegible] সভায় সিদ্ধান্ত হয়। [illegible] অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৩জন সরকারী ডাক্তার, বিভিন্ন [illegible] বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩১ জন ডাক্তার এবং অবসর প্রাপ্ত ৫১ জন ডাক্তার অর্থাৎ মোট ৯৫জন ডাক্তার কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। মৃত্যুবরণকারী ১৩জন সরকারি ডাক্তারদের মধ্যে যে সকল ডাক্তারদের জন্য শোক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়নি সেসকল ডাক্তারদের জন্য সচিব মহোদয় কর্তৃক শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের নিকট শোকবার্তা সম্বলিত পত্র প্রেরণ করার লক্ষ্যে যুগ্মসচিব (পার) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী (কোভিড চিকিৎসার সাথে সম্পর্কিত) সরকারী ডাক্তার/নার্স/স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাপ্য বিশেষ ক্ষতিপূরণ ভাতা দ্রুত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়। মৃত্যুবরণকারী ডাক্তার/ নার্স/স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদনের অপেক্ষা না করে সংস্থাপ্রধানগণ মৃত্যুবরণকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করবেন মর্মেও একমত পোষণ করা হয়।	ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা প্রধাণগণ কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা প্রস্তুত করে প্রশাসন অধিশাখায় প্রেরণ করবেন এবং যুগ্মসচিব (পার) শোকবার্তা প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়। খ) কোভিড-১৯ চিকিৎসার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী সরকারী ডাক্তার/নার্স/স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাপ্য বিশেষ ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে স্ব-স্ব সংস্থা প্রধানগণ সংস্থার পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়। গ) কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী বেসরকারি পর্যায়ের ডাক্তারদের তালিকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুত করে তা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করবে মর্মেও সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন); যুগ্মসচিব (পার) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধিনস্থ সংস্থাসমূহের প্রধানগণ।

ক্র: নং	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
	এছাড়াও কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী বেসরকারি ডাক্তারদের তালিকাও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রস্তুত করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করবেন মর্মেও সভায় একমত পোষণ করা হয়।		
৪।	**মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন তাদের তালিকা প্রণয়ন:** বিগত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মন্ত্রনালয়ের কোভিড আক্রান্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য একটি তালিকা এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কোভিড আক্রান্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের জন্য অপর একটি পৃথক তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম এর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৫৬জন, ক্লিনিক ভবনের ৪জন এবং লিমিউ অ্যান্ড টিসি এর ৩জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর তালিকা পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তা/ডাক্তার/ কর্মচারীদের তালিকা এখনও পাওয়া যায় নি। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে মর্মে আলোচনান্তে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	১) মন্ত্রণালয়ের কোভিড-১৯ আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা প্রশাসন অনুবিভাগ প্রণয়ন করবে; ২) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা সমূহের কোভিড-১৯ আক্রান্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা স্ব-স্ব সংস্থা কর্তৃক প্রণয়ন করত: যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বরাবরে প্রেরণ করবে; এবং ৩) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এসকল তালিকা সমন্বয় করত: তা সংরক্ষণ ও নিয়মিত আপডেট করার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন), যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধিনস্থ সংস্থাসমূহের প্রধানগণ।
৫।	করোনা ভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্তদের সেবায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীদের সরকার ঘোষিত এককালীন বিশেষ সম্মানি প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ থেকে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী দ্রুত প্রণোদনা/বিশেষ সম্মানি প্রদানের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। তিনি আরো জানান যে, বর্ণিত প্রণোদনা এখনো প্রদান না করায় সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। এ বিষয়ে বাজেট অধিশাখা থেকে জরুরী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা যেতে পারে। উক্ত সভায় হাসপাতালসমূহের প্রতিনিধি এবং অর্থ বিভাগের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রন জানানো যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	ক) করোনা ভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্তদের সেবায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীদের এককালীন বিশেষ সম্মানি প্রদানের লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়। খ) এ বিষয়ে বাজেট অধিশাখা থেকে জরুরী ভিত্তিতে একটি সভা আহবান করা যেতে পারে এবং উক্ত সভায় হাসপাতালসমূহের প্রতিনিধি এবং অর্থ বিভাগের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং) ও অতিরিক্ত সচিব বাজেট উইং) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬।	সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে গঠিত মনিটরিং টিম এর কর্মকর্তাদের একীভূত করে গ্রুপ আকারে নতুন মনিটরিং টিম গঠন করে প্রশাসন অধিশাখা থেকে সংশোধিত আদেশ জারি করা হয়েছে। কমিটি গঠন সংক্রান্ত নতুন আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও কমিটির সদস্যবৃন্দ নিয়মিত হাসপাতাল পরিদর্শন করত: প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং তার কপি ব্যবস্থাপনা গ্রুপের সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করবেন।	ক)সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন মনিটরিং টিম গঠন সংক্রান্ত আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়। খ) কমিটির সদস্যবৃন্দ নিয়মিত হাসপাতাল পরিদর্শন করে সচিব মহোদয় বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং প্রতিবেদনের একটি কপি ব্যবস্থাপনা গ্রুপের সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করবেন মর্মে	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

ক্র: নং	আলোচ্যসূচি/আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
		সুপারিশ করা হয়।	
৭।	২য় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আলোচিত বিষয়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রশাসন বিভাগ থেকে জানানো হয় যে, এ বিষয়ে কার্যক্রম চলছে। এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান থাকবে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের লাইব্রেরিয়ান প্রতিদিনের পত্রিকাসমূহ পাঠ করে প্রতিদিনের তথ্যাদি যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর নিকট উপস্থাপন করবেন। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৮।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কাজের সমন্বয় বাড়ানোর নিমিত্ত কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ যাবৎ গঠিত সকল কমিটির তালিকা প্রণয়ন করে তার কার্যপরিধিসহ আদেশের কপিসমূহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ব্যবস্থাপনা গ্রুপের সদস্য সচিব এর নিকট প্রেরণ করবেন মর্মে বিগত সভায় সিদ্ধান্ত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত একটি তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, কমিটিসমূহ যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সে সংক্রান্ত একটি মাস ভিত্তিক রিপোর্ট প্রস্তুত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে কমিটির/কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপের সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।	কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত সকল কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত মাস ভিত্তিক প্রতিবেদন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুত করে তা কমিটির/কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপের সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করার এবং তার সার-সংক্ষেপ গ্রুপের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার সুপারিশ করা হয়।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সদস্য সচিব, কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
৯।	বেসরকারী হাসপাতালের লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। লাইসেন্স প্রদান/নবায়নের বিষয়ে নানাবিধ সমস্যাসমূহ উল্লেখ করে তা দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৮৭৩৬টি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স নতুন ইস্যু/ নবায়নের জন্য আবেদন করেছে, এর মধ্যে ইতোমধ্যে ৬১৫০টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে এবং ৩১০৯টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ৯৫২২টি আবেদন পেন্ডিং আছে। আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই করে যে সকল আবেদন সঠিক পাওয়া যাবে সে সকল আবেদন অনুযায়ী দ্রুত লাইসেন্স প্রদান/নবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং যে সকল আবেদন কাগজপত্র বা অন্য কোন কারনে ইনভেলিড বা ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া যাবে সে সকল আবেদন ত্রুটির কারণ অনলাইনে উল্লেখের পাশাপাশি দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদেরকে তা জানিয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	ক) যে সকল হাসপাতাল/ক্লিনিক/ ডায়াগনোসিস সেন্টার কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নের জন্য আবেদন করেছে তাদের আবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন কার্যক্রম দ্রুত নিস্পন্ন করতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়। খ) ত্রুটিপূর্ণ আবেদনের ত্রুটির কারণ অনলাইনে <u>উল্লেখ করার পাশাপাশি তা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদেরকে পত্র মারফত অবহিত করতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়।</u>	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১০।	কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের এন্টিজেন টেস্টের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে আইইডিসিআর এর পরিচালক জানান যে, এন্টিজেন টেস্টের নীতিমালা ঠিক করে দেয়া হয়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর অনুমোদিত কিট দিয়ে এন্টিজেন টেস্ট করার অনুমোদন	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এন্টিজেন টেস্ট চালু করার বিষয়ে গৃহীতকার্যক্রম হাসপাতাল উইং থেকে কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং) ও মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

ক্র: নং	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
	প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি জানান যে, দু'টি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে এন্টিজেন টেস্ট কীট সংগ্রহ করা হয়েছে। অনতিবিলম্বে এন্টিজেন টেষ্টের কার্যক্রম শুরু হতে পারে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং হাসপাতাল উইং থেকে বিষয়টি মনিটর করা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।		
১১।	কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য ২য় ওয়েভ এর প্রস্তুতি ও করণীয় নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন সংস্থা থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। তাছাড়া, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির সভাসহ অন্যান্য সভায় যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাও সংগ্রহ করতে হবে। এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য উইং থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	ক) কোভিড-১৯ এর ২য় ওয়েভ মোকাবেলার নিমিত্ত বিভিন্ন সংস্থা থেকে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কোভিড সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির সভায় ও অন্যান্য সভায় যেসকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা সংগ্রহপূর্বক আগামী সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হয়।	ক) অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য)
	ঢাকার বাহিরে নতুন ৫০টি আইসিইউ বেড দেয়া হয়েছে, তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাসপাতাল উইং থেকে মনিটরিং ও বেডগুলি ব্যবহার উপোযাগী ভাবে স্থাপন করা হয়েছে কিনা তার তথ্য পরবর্তী সভায় জানানোর অনুরোধ করা হয়।	খ)কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল সমূহে আইসিইউ বেডের এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ঢাকার বাহিরে নতুন যে ৫০টি আইসিইউ বেড দেয়া হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাসপাতাল উইং থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় সুপারিশ করা হয়।	খ) অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল)
	কোভিড-১৯ এর ২য় ওয়েভ মোকাবেলার নিমিত্ত সকল বেসরকারি হাসপাতালে যেন COVID-19 Unit রাখা হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা জারি করা যেতে পারে। ঢাকার বেসরকারি হাসপাতাল গুলোতে COVID-19 Unit রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা যেতে পারে।	গ) সকল বেসরকারি হাসপাতালে যেন COVID-19 Unit রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা যেতে পারে। বিষয়টি হাসপাতাল উইং থেকে মনিটরিং করতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়।	গ) অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং)
	এছাড়াও, সকল স্তরের জনগণ যাতে আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধান করে তা নিশ্চিত করার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন উল্লেখপূর্বক তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত "No Mask no Service" স্লোগানটি বাস্তবায়নের জন্য সকল ডিসি/এসপি/ইউএনও-দেরকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য কেবিনেট ডিভিশনে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	ঘ)সকল স্তরের জনগণ যাতে আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধান করে তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত "No Mask no Service" স্লোগানটি বাস্তবায়নের জন্য সকল ডিসি/ এসপি/ইউএনও-দেরকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য কেবিনেট ডিভিশনে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হয়।	ঘ) যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য)
	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় এনজিও ফোরামের সহযোগীতা নেয়া যেতে পারে মর্মেও সভায় উল্লেখ করা করা হয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে পত্র দেয়া যেতে পারে।		ঙ) যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য)

ক্র: নং	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নে
		ঙ) কোভিড-১৯ মোকাবেলায় এনজিও যাতে এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সহযোগীতা করত: কোভিড মোকাবেলায় অংশগ্রহন করে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে অনুরোধ করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।	
১২।	সমগ্রদেশে বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিগত ৭(সাত) দিনের জেলা ভিত্তিক কোভিড পরিস্থিতির ডাটা পর্যালোচনা করা হয়। ডাটা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুহার আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, বিগত ৭(সাত) দিনের ডাটার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঢাকা মহানগরে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার খুবই বেশী। ঢাকা মহানগরে এখন গড়ে ১৫০০ এর অধিক লোক কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হচ্ছে। আক্রান্তের দিক দিয়ে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে থাকা ১০টি জেলার মধ্যে প্রথমেই আছে ঢাকামহানগর তথা ঢাকা জেলা; এর পরেই আছে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, গাজীপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর ও দিনাজপুর জেলা। এ জেলাগুলোতে আক্রান্তের হার অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক বেশি। অপরদিকে খাগড়াছড়ি, শেরপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, ঝিনাইদহ, পিরোজপুর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বান্দরবান, নীলমনিরহাট ও হবিগঞ্জ জেলার অবস্থান সবচেয়ে ভালো। এ জেলাগুলোতে প্রতিদিন গড় আক্রান্তের হার সবচেয়ে কম এবং ডাটা অনুযায়ী মৃত্যুর হার শূন্য (প্রায়)। কোভিড-১৯ এর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বর্ণিত খারাপ অবস্থানে থাকা ১০টি জেলায় ব্যাপক কার্যক্রম (drastic action) গ্রহণ করার জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা যেতে পারে মর্মে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের দিক দিয়ে সর্বাধিক খারাপ অবস্থানে থাকা ১০টি জেলা- ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, গাজীপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর ও দিনাজপুর জেলা। এসকল জেলার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহন করার সুপারিশ করা হলো; এছাড়াও, প্রতিদিনের ডাটা পর্যালোচনায় পরবর্তীতে যে সকল জেলার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে মর্মে পরিলক্ষিত হবে সকল জেলাতেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপক সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করারও সুপারিশ করা হলো;	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং) অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত
তারিখঃ ০৭.১২.২০২০খ্রিঃ
(মোঃ মোস্তফা কামাল)
অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ)
ও সভাপতি
করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ
এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে গঠিত
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ

স্মারক নং-৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০৪.২০২০-৩৫১ তারিখঃ ০৮.১২.২০২০ খ্রিঃ

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যার্থেঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (বাজেট অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত সচিব (আইন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১০৫-১০৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা।
১৫. যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬. যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭. যুগ্ম-সচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৮. যুগ্ম-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৯. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২০. পরিচালক, সিএসএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২১. পরিচালক, আইইডিসিআর, মহাখালী, ঢাকা।
২২. উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২৩. সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২৪. ওয়ার্কসপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
২৫. চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ অ্যান্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

8/12/2020

(নিলুফার নাজনীন)
যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) ও সদস্য সচিব
করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ
এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরার লক্ষে গঠিত
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে গঠিত কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপের ২৬/১১/২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ৫ম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর/সংস্থা	ই-মেইল	টেলিফোন/মোবাইল	স্বাক্ষর
১	মো. সাইদুর রহমান অতি. সচিব (উন্নয়ন)			
২	মো: এনামুল হক অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা)		01711697222	
৩	ডা: মো: হাবিবুর রহমান পরিচালক, (রোগ নিয়ন্ত্রণ ও ...), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	drhabib63@gmail.com	01711346367	26/11/2020
৪	রাশেদা আক্তার অতিরিক্ত সচিব স্বাসেবি	rashadaakhter@gmail.com	01715078026	26.11.2020
৫	নিলুফার নাজনীন যুগ্মসচিব		01712044528	26.11.2020
৬	মো: মাহবুব [illegible]			
৭	মোহাম্মদ লতিফুল হোসেন সিনিয়র এনালিস্ট	latifulhossain@gmail.com	01711223366	
৮	মো: মজিবুর রহমান যুগ্মসচিব স্বাসেবি		01711274242	
৯				
১০				
১১				